এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধা তালিকায় উর্ত্তীণ হয়েছে দর্শনার সৌভিক ইসলাম

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধা তালিকায় ১৩তম অবস্থানে উর্ত্তীণ হয়েছে দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মোঃ সৌভিক ইসলাম।

গত মঙ্গলবার দেশের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের শফিকুল ইসলাম মল্লিকের ছেলে সৌভিক ইসলাম ৮৯ পয়েন্ট ২৫ নাম্বার পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

সৌভিক ইসলাম মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ (ঢাকা) থেকে মাধ্যমিক ও নটরডেম কলেজ (ঢাকা) থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করে।

তার বাবা পেশায় একজন শিক্ষক। মা বিথি খাতুন দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ছেলে সৌভিক ইসলাম ডাক্তারী পড়ার কথা শুনে তার বাব-মা ভীষণ খুশি হয়েছে।

ফল প্রকাশের পর প্রতিক্রীয়ায় সৌভিক বলেন, এমন সাফল্যের জন্য সে সৃষ্টিকতার্র কাছে ও শিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞ। মা-বাবা আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমি অনেক খুশি। সৌভিক আদর্শবান ডাক্তার হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। এছাড়া সে এলাকবাসীর কাছে দোয়া প্রর্থনা করেছে।

লোকনাথপুরে ভূমিদস্যু

সিন্ডিকেট চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে অবৈধভাবে পুকুর খনন

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের লোকনাথপুর হাইস্কুল সংলগ্ন মাঝপাড়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে অবৈধ ভাবে পুকুর খননের কাজ।

যেখানে দীর্ঘদিন ধরে কৃষি জমি ধ্বংস করে অবৈধ ভাবে পুকুর খননের কাজ চলমান থাকলেও রহস্য জনক কারণে বন্ধ হয়নি ধ্বংসের মহোৎসব।

প্রাপ্ত তথ্যে সরেজমিনে গিয়ে ও স্থানীয়দের মাধ্যমে জানা যায়, উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত লোকনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে মাঝপাড়া মসজিদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২০ বিঘা কৃষি জমি ধ্বংস মেতেছে চিহ্নিত ভূমিদস্যু হাউলি ইউনিয়ন লোকনাথপুর গ্রামের লিপু শাহ্, সহ একাধিক সিন্ডিকেট চক্র।

এসকল ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের আয়োজনে প্রতিদিনই ১০-১৫ টি অবৈধ যান ট্রাক্টর ভিড়িয়ে কিশোর চাকলকদের বেপরোয়া গতিতে চলাচলে চরম ভোগান্তি পড়ছে পথচারী সহ স্থানীয়রা।

কৃষি জমি থেকে খননকৃত সকল মাঠি যাচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায়। উল্লেখিত স্থানটিতে দীর্ঘদিন যাবত মাটি খনন করা হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের পক্ষে থেকে নেওয়া হয়নি তেমন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

রহস্য জনক কারণে বন্ধ হয়নি কৃষি জমি থেকে মাটি খননের কাজও। স্থানটিতে অনেকটাই নির্বিঘ্নে চলছে পুকুর খননের কাজের মহোৎসব। ফলে অতি মুনাফালোভী ও ভূমিদস্যুদের এমন কর্মকান্ডে পরিবেশের চরম ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় ও সচেতন মহল।

প্রভাবশালী এ ভূমিদস্যুদের হরহামেশাই অবৈধভাবে পুকুর খনন করে মাটি বিক্রির জন্য সরকারি ব্যায়ে নির্মিত যে সকল রাস্তা ব্যবহার করা হচ্ছে সেসব রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অবৈধ যানবাহনের অদক্ষ চালকদের বেপরোয়া গতির ফলে সাধারণ মানুষের চলাচল অনুপযোগী হওয়া সহ যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পথচারীর সাথে কথা হলে তারা জানান,

লেকনাথপুর সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানের ফসলি জমিতে চলছে মাটি কেটে ইটের ভাটা, বাসা বাড়ি, গর্ত ভরাটের কাজে বিক্রি।

কাজেই এ সড়ক সহ উপজেলার বিভিন্ন সড়কে অবৈধ ট্রাক চাকলদের বেপরোয়া গতিতে চলাচলে সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা। ধুলাবালি আর ভোগান্তি। জমির পরিবর্তন করতে সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন পড়ে।

ফসলি জমি ধ্বংস করে তো পুকুর খনন নিষিদ্ধ। কৃষি ও কৃষক সমাজ রক্ষার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান এলাকার সাধারণ মানুষ।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের ৪ নেতার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ ইমরান হাবিব, সহসভাপতি মাহমুদ হাসিবসহ চার নেতার বহিস্কারাদেশে প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

আজ ৬এপ্রিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল-নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাকি দুজন হলেন- মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: আল মোস্তাকিম ও গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো: মানিক।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তাদের নিজ আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতিক্রিয়ায় সহসভাপতি মাহমুদ হাসিব জানান, সত্যের জয় হয়েছে। আমরা বাবার হাত ধরে আওয়ামী লীগের মিটিং মিছিলে এসেছি। আওয়ামী লীগকে বুকে লালন করে রাজনীতি করি। হাইব্রিডরা আওয়ামী লীগে এসে আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করে আমাদের বহিস্কার করা হয়েছিলো। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ

সম্পাদক তদন্ত করে সত্যতা পেয়ে আমাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পেঁয়াজে বাম্পার ফলন হলেও হতাশ কুষ্টিয়ার চাষীরা

পেঁয়াজ চাষে বাম্পার ফলন হলেও সঠিক দাম না পেয়ে কুষ্টিয়া জেলায় চাষীরা হতাশায় ভুগচ্ছেন। তবে আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় ২০২১-২২ অর্থবছরে পেঁয়াজ চাষে কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

চলতি মৌসুমে পেঁয়াজ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১২হাজার ৯১০ হেক্টর জমি। সেখানে আবাদ হয়েছে ১২ হাজার ৪১৯ হেক্টর । চাষীরা মাঠ থেকে পেঁয়াজ তুলা এবং পেঁয়াজ পরিষ্কার করে ঘরে তোলার জন্য ব্যস্ত সময় পার করছে ।

কাকডাকা ভোর থেকে উঠে দিনব্যাপী পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে পেঁয়াজ তোলা, বাড়িতে নিয়ে এসে পরিষ্কার কাজে ব্যস্ত সময় পার করলেও পেঁয়াজের দাম না পাওয়ায় হতাশার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

গত বছরের চেয়ে কম দামে পেঁয়াজের বীজ ক্রয়, চারার মূল্য কম, আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় চাষীরা এবার ব্যাপকহারে পেঁয়াজ রোপণ করছে বলে কৃষকেরা জানান।

তবে চলতি মৌসুমে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, তেলের মূল্য বেশী হওয়ায় সেচের মূল্য বৃদ্ধি এবং পেঁয়াজের মাটি প্রস্তুতে খরচ বেশী সে তুলনায় পেঁয়াজের দাম কম হওয়ায় চাষীরা হতাশার মধ্যে আছে।

পেঁয়াজ চাষীরা জানান, যে পরিমাণ খরচ হচ্ছে তাতে করে পেঁয়াজের মূল্য বাজারে কম হাওয়ায় তারা লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বেশী বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছে চাষীরা। তাই তাদের দাবী ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানী বন্ধ করার। তা না হলে লোকসান আরো বেরে যাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় তাহেরপুরী, বারী পেঁয়াজ-১, কিংসুপার ও

মেটাল এই চার জাতের পেঁয়াজ কৃষকেরা রোপন করছে।

চলতি মৌসুমে পেঁয়াজ রোপনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১২ হাজার ৯১০ হেক্টর জমি, সেখানে অর্জিত হয়েছে ১২ হাজার ৪১৯ হেক্টর জমি। এর মধ্যে পেঁয়াজ মুলকাটা ৩ হাজার ২৯৯ হেক্টর ও চারা রোপন পেঁয়াজ ৯ হাজার১২০ হেক্টর।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১ হাজার ৫৪০ হেক্টর, খোকসা উপজেলায় ৩ হাজার ২৭৭ হেক্টর, কুমারখালী উপজেলায় ৪ হাজার ২৫৫ হেক্টর, মিরপুর উপজেলায় ৩৭০ হেক্টর, ভেড়ামারা উপজেলায় ২৩৫ হেক্টর ও দৌলতপুর উপজেলায় ২ হাজার ৭৪২ হেক্টর।

তবে কৃষকরা জানায় কৃষি অফিসের দেয়া তথ্যের চেয়ে মাঠ পয্যায় কৃষকের পেঁয়াজ বেশী রোপন হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, চাষিরা দলবদ্ধভাবে শ্রমিক নিয়ে পেঁয়াজ তোলা কাজ করছেন।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পেঁয়াজের বীজ গেল বছর খোলা ৬ থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হলেও এ বছর তা কমে বিক্রি হয়েছে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায়।

পেঁয়াজের চারা গত বছর ১৫০ থেকে ১৮০ টাকায় কেজি বিক্রি হলেও এবার বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ টাকা কেজি। বীজ, চারা, সার, পরিচর্যাসহ এবার বিঘাপ্রতি পেঁয়াজ উৎপাদনে চাষিদের খরচ হবে ২৮ থেকে ৩২ হাজার টাকা।

এ বছর বিদেশি কিংসুপার জাতীয় চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে বিঘায় ৪৫ থেকে ৬০ মণ পেঁয়াজ উৎপন্ন হবে। যার বাজার মূল্য হবে ৪০ থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জিয়ারখী ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া গ্রামের চাষি মোহর আলী বলেন আমি ৩ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ রোপণ করেছি। ফলনও ভালো হয়েছে। তবে খরচের চেয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করে তেমন লাভ হচ্ছেনা।

কিন্তু এ বছর পেঁয়াজের যে দাম আগে জানলে পেঁয়াজ রোপন করতাম না। বর্তমান বাজারে পেঁয়াজ ৬’শ থেকে ৮’শ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জানায়, পেঁয়াজ চাষিদের অর্থকারী ফসলের মধ্যে অন্যতম। এ অঞ্চলের মাটি পেঁয়াজ চাষে উপযোগী। এ জন্য আমরা সবসময় কৃষকদেরকে পেঁয়াজ চাষে পরামর্শ দিয়ে

আসছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে চলেছে

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সহযোগিতা ও সুনিপুন দিকনির্দেশনায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে চলেছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মাদক থেকে দূরে রাখতে যুবসমাজকে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হলে ক্রীড়াঙ্গনকে বড় ভূমিকা রাখতে হবে৷

সমাজে এখন মাদকের প্রভাব ব্যাপক উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, একজন ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক মাদক থেকে দুরে থাকেন। কোনো ক্রীড়াবিদ মাদক গ্রহণ করতে পারে না। ক্রীড়াবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মাদকমুক্ত সমাজ উপহার দিয়ে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় কুষ্টিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়। এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘সবাই মিলে খেলা করি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি’।

আলোচনা সভায় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দীসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের অভিযান, জরিমানা আদায়

বেশি দামে পণ্য বিক্রি ও পণ্যের মূল্যতালিকা না থাকায় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসনের মনিটরিং টিম।

বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: নাসরিন বানু।

এসময় তিনি জানান, বেশি দামে পণ্য বিক্রি ও পণ্যের মূল্যতালিকা না থাকায় মুদী দোকান, বেশি দামে তরমুজ বিক্রি করার অপরাধে দুইটি তরমুজের আড়ত ও বেশি দামে ফল বিক্রির অপরাধে একটি ফলের দোকান ও একটি হোটেলে মোট সাড়ে বারো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পাশাপাশি মনিটরিংয়ের সময় বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহ, মজুদ এবং মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এসময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর কুষ্টিয়া সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সিফাতুন নাহার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার বাজার পরদির্শক জিয়া হায়দার নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীর পাল, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বুধবার শহরের পৌর বাজার, বড় বাজার, এনএস রোড,মজমপুর এলাকার বাজার মনিটরিং করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মনিটরিংকালে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ও বেশি দামে পণ্য বিক্রি করায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অংকের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উপস্থিত হয়ে মাদক সেবী রনিকে দেড় বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তদন্ত কমিটির শেষ হয়নি তদন্ত

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে অভিনব কায়দায় আধুনিকায়ন করণের কাজের রড চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটির তদন্তের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও শেষ হয়নি তদন্ত।

জানাগেছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টারীর অধিনে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেডের আধুনিকায়ন (বিএমআর) কাজ চলছে।

এ কাজের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ইনচার্জ কুষ্টিয়ার জনৈক নাসির উদ্দিন। সেই সাথে কাজের সুপারভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালনে রয়েছে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা (দর্শনা হটাৎপাড়া সংলগ্ন) গ্রামের সবুর বাবুর্চির ছেলে রেজা।

সম্প্রতি কাজের স্থলে একটি পাওয়ারট্রলির পাটাতনে উপর আরেকটি প্লেটসিট বসিয়ে তাতে বিশেষ কায়দায় লুকায়িত রড চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় কেরুজ নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যদের হাতে পাকড়াও হয় দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে চালক হাবিব।

এসময় নিরাপত্তাকর্মীদের হাত থেকে কৌশলে ভো-দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায় পাওয়ারট্রিলার চালক হাবিব। এ চুরির ঘটনায় নড়েচড়ে বসে কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার পর থেকে চোরকে বাঁচাতে কাজের সাইডের সুপারভাইজার রেজা বিভিন্ন মহলে শুরু করে দৌড়ঝাপ। তাতে কেরুজ চিনিকলের কর্তৃপক্ষ সহ কর্মকর্তাদের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়।

ঘটনার দিন দিবাগত রাত ১১টার দিকে কেরুজ চিনিকলের প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা গোপন সংবাদে জানতে পারে চিনিকলের আধুনিকায়ন কাজে নিয়োজিত সুপারভাইজার রেজার বাড়ি থাকা চোরায় রড, প্লেনসিড ও এ্যাঙ্গেল সহ অন্যান্য চুরিকৃত মালামাল অন্যত্রে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এমন তথ্যের ভিত্তিতে কেরুজ নিরাপত্তা বিভাগের সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর মুজাহিদুল ইসলামের নির্দেশে নিরাপত্তা বিভাগের হাবিলদার কলিমুল্লাহর নের্তৃত্বে সঙ্গীয় নিরাপত্তা সদস্যদের নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামের (দর্শনা হটাৎপাড়া সংলগ্ন) বাড়িতে।

এসময় রেজার সরিয়ে রাখা কিছু মালামাল তার বাড়ির সামনের জনৈক্য জিনারুল ও পিছনে মইদুলের বাড়িতে তল্লাসী করে চুরিকৃত ২২পিচ রড ও ৩টি প্লেনসিড উদ্ধার করে।

ঘটনার পর থেকে রড চুরির সাথে জড়িত পাওয়ারট্রিলার চালক হাবিব ও সুপারভাইজার রেজাকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ইনচার্জ নাসির উদ্দিন।

এদিকে কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ ঘটনার পর দিন কেরুজ চিনিকলের কমার্শিয়াল বিভাগের বদরুল আলমকে প্রধান করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

এ তদন্ত কমিটি ৩ কর্মদিবসে ঘটনার তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হলেও তদন্তের কার্মদিবস অতিবাহিত হলেও প্রতিবেদন শেষ করতে পারেনি।

যেখানে দিনের আলোয় চুরির ঘটনা হাতেনাতে ধরা পড়া পাওয়ারট্রিলারের পাটাতনের উপর একটি প্লেনসিড বসিয়ে অভিনব কায়দায় লুকায়িত স্থানে থাকা রড সহ ধরা পড়া মালামাল সহ আটক মালামাল নিরাপত্তাকর্মীদের হেফাজতে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই তদন্ত প্রতিবেদন দিতে তদন্ত কমিটির নির্ধারিত কর্মদিবসেও দিতে ব্যর্থ হওয়ার হেতু কি?

আসলে তদন্ত কমিটি প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে নাকি আড়াল করতে এই কালক্ষেপন জনমনে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন? তবে প্রতিবেদনে শেষ পর্যন্ত কারপক্ষে দাড়াবে তাই এখন দেখার অপেক্ষায়।

এবিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান বদরুল আলম বলেন, অনেক কঠিন কাজ। এ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে এখনো ১/২ দিন সময় লাগবে।

[redacted]

[redacted]

মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন।

চিকিৎসকরা জানায়, আঘাতের ঘটনায় ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীরের একটি পা ও একটি হাত ভেঙ্গে গেছে। এঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী গত সোমবার কোটচাঁদপুর থানায় হত্যা চেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন।

এব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কেটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক এসআই হাসানুর রহমান জানান, আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

অভিযোগ আছে, তোয়াজ উদ্দিনের মেয়ে প্রশাসনিক ও মেয়ে জামাই পুলিশ কর্মকর্তা হওয়ায় তিনি আইনকে তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন সময় জমি দখল সহ পুলিশ, সংবাদকর্মী এবং সাধারণের উপর হামলা করেন।